দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 NOV 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

প্রাথমিক শিক্ষার হাল অবস্থা

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় প্রায় ৯ লক্ষ শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাহিরে রহিয়াছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদে এই তথ্য উপস্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে আর্থিক অসচ্ছলতা ও শিক্ষা উপকরণের দুর্মূল্যই এইসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাহিরে থাকিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ। আর্থিক অনটনের কারণে ইহাদের অধিকাংশই নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পিতা-মাতার সংসারে কিঞ্চিত সচ্ছলতা আনয়নের চেষ্টায় লিপ্ত।

দেশের অন্যান্য স্থানেও অবস্থা কমবেশী এইরকম। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অনেক স্কুল-বয়সী ছেলে-মেয়েকে স্কুলে না যাইয়া বা স্কুল ছাড়িয়া জীবিকার জোয়াল কাঁধে তুলিয়া লইতে হয়। ইহাছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে অন্তরায় হইয়া বিরাজ করিতেছে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাব। তদুপরি রহিয়াছে পল্লী এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা। রহিয়াছে বেঞ্চ-চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অভাব। অনেক বিদ্যালয়ে রহিয়াছে শিক্ষকের অভাব। স্কুলের অপ্রতুলতাও অনেক এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী কতখানি সফল হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রাথমিক শিক্ষা এখন সরকারী নীতিতে অগ্রাধিকার পাইতেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই বিভাগের তদারকি করিতেছেন। বাজেটেও এই খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানো হইয়াছে। এমনকি শিশুদের যাহাতে স্কুল ছাড়িয়া জীবিকার জোয়াল কাঁধে তুলিয়া নিতে না হয় সেজন্য 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী চালু করা হইয়াছে। তথাপি বাস্তবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কাজের কাজ কতটুকু হইতেছে সে ব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া যাইতেছে না। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর কথা বলা যাইতে পারে। অনেক স্থানেই এই কর্মসূচী দুর্নীতি ও স্বজন-প্রীতি বিস্তারের সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া খবরাখবর পাওয়া যাইতেছে। তাহাছাড়া এই কর্মসূচীর ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মনোযোগ শিক্ষাকেন্দ্রিক না হইয়া গমকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে কিনা তাহাও বিবেচ্য। বস্তুতঃ প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত বিস্তারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি প্রয়োজন আছে বিরাজমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিশেষতঃ বিদ্যালয় পরিচালনা পদ্ধতির সংস্কার সাধন। এমন একটি ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে এমনকি সরকারী বিদ্যালয়গুলিরও পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সহিত স্থানীয় জনসাধারণ সম্পৃক্ত হইতে পারে। ইহাতে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে আমলা পর্যায়ের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে এবং সাধারণ শিক্ষকদের নানাবিধ ভোগান্তিও কমিবে। ফলে তাঁহারা শিক্ষাদানের দিকে অধিক মনোযোগী হইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বর্তমান স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব দূর করা অত্যন্ত জরুরী। সরকারী স্কুলগুলির শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। সেই সাথে প্রয়োজন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া। নূতন বিদ্যালয় যে সরকারী খাতেই হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বিগত কয়েক বৎসরে বেসরকারী বিদ্যালয় সরকারীকরণের ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নূতন স্কুল বেসরকারী খাতে স্থাপন হওয়াই ভাল। এক্ষেত্রে এন, জি, ও'দের উদ্যোনের প্রতি সরকারের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা অধিক সুফলদায়ক হইতে পারে। ইহার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে বর্তমান স্কুলগুলিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা উপকরণের অভাব দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায় স্কুল ভবন উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বড় অংশই দুর্নীতির ফোকর গলিয়া বাহির হইয়া যায়। আমরা মনে করি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে বিরাজমান অন্তরায়সমূহ সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ যাবৎ পরিচালিত কার্যক্রমের সুষ্ঠু মূল্যায়ন করিয়া এ ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।